গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
শার্শা, যশোর
www.sharsha.jessore.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৪.৪১৯০.০০৪.০০.০০১.২২-

তারিখ: মাঘ ১৪৩০ / জানুয়ারি ২০২৪

## সাধারণ আবেদনে ১৪৩১ বঙ্গাব্দে জলমহাল ইজারা বিজ্ঞপ্তি

ভূমি মন্ত্রণালয়ের, সায়রাত-১ অধিশাখার ০২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯(অংশ-১).৬৬২ নম্বর প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সাধারন আবেদনে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর ৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যশোর জেলার শার্শা উপজেলাধীন ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত আয়তন বিশিষ্ট নিম্ন তফসিলভুক্ত বদ্ধ জলমহালসমূহ বাংলা ১৪৩১ সন হতে ১৪৩৩ সন (বাংলা ১৪৩১ সনের ০১ বৈশাখ হতে ১৪৩৩ সনের ৩০ চৈত্র পর্যন্ত) ০৩(তিন) বছর মেয়াদে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি এর অনুকূলে ইজারা প্রদান করা হবে। সাধারণ আবেদনের আওতায় ইজারা লাভের জন্য কোন আগ্রহী সমিতিকে নিম্নোক্ত শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত আবেদন ফরমে আনুসঙ্গিক কাগজপত্রসহ সরাসরি jm.lams.gov.bd এই ওয়েবসাইটে ০৯ মাঘ ১৪৩০ অর্থাৎ ২৩ জানুয়ারি ২০২৪ হতে ০৩ ফাল্গুন ১৪৩০ অর্থাৎ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এর মধ্যে আবেদন দাখিল করতে হবে। ০৩ ফাল্গুন ১৪৩০ অর্থাৎ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ থেকে পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, শার্শা, যশোর এর অফিসকক্ষে দাখিল করতে হবে। বিস্তারিত তথ্য jm.lams.gov.bd হতে জানা যাবে। বিজ্ঞপ্তিটি sharsha.jessore.gov.bd ও acl.sharsha.jessore.gov.bd এর ওয়েবে সাইটে দেখা যাবে।

## জলমহালের তথ্যসমূহ (প্রকৃত মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতির জন্য)

| ক্রমিক নং | জলমহালের নাম ও আয়তন (একর) | ইউনিয়নের নাম | ১৪৩১ সনের জন্য ৫% বর্ধিত হারে সরকারী মূল্য | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| | | ৩ | | ৫ |
| ১ | **ঘিবা পুকুর**<br>বাহাদুরপুর ইউনিয়নের অর্ন্তগত ৪৪নং ঘিবা মৌজা অবস্থিত। খতিয়ান নং-০১, দাগনং-৩৪৭, জমির পরিমান-০.৩২ একর (কম বা বেশি) | বাহাদুরপুর | ৪,৫৫০/- | বিজ্ঞ আদালতে চলমান মামলায় কোন আদেশ থাকলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। |
| ২ | **বসতপুর পুকুর**<br>বাগআঁচড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত ১২৪নং বসতপুর মৌজার খতিয়ান নং-০১, দাগ নং-৪৯২৫/৬৬৬৩, জমির-১.০৮ একর (কম বা বেশি) | বাগআচঁড়া | ৬,৫৮০/- | |
| ৩ | **ফটকের বিল জলমহাল**<br>নিজামপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত ২৯ নং গোড়পাড়া মৌজায় অবস্থিত। ১ নং খতিয়ানের ৪৮৮ নং দাগের ৬.০১ একর (কম বা বেশি) | নিজামপুর | ৯,০১৫/-<br>মামলা চলমান | |

### -শর্তসমূহ-

১। আবেদনের সাথে প্রকল্প ছকে সাধারণ আবেদনের বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করতে হবে।

২। প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশনের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে।

৩। নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সকল সদস্যের নাম, ঠিকানা ও ছবি দাখিল করতে হবে।

৪। আবেদনকারী সমিতির প্রত্যেক সদস্যই প্রকৃত মৎস্যজীবী এই মর্মে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট থেকে প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

৫। প্রকৃত মৎস্যজীবী, মাছ চাষ, শিকার ও বিপণনের সাথে জড়িত আছেন ও থাকবেন এবং জলমহাল ইজারা পেলে নিজেরাই তা পরিচালনা করবেন এমন অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে।

৬। সভাপতি, সম্পাদক, ও উক্ত সমিতির নিকট সরকারি কোন বকেয়া রাজস্ব পাওনা আছে কি না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা আছে কি না সে সংক্রান্তে উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে।

৭। যেকোন আগ্রহী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি জলমহাল ইজারায় অংশগ্রহন করতে পারবেন। তবে সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে।

৮। অনলাইনে আবেদন নির্দেশিকা jm.lams.gov.bd/manual/pdf এবং ভিডিও নির্দেশিকার জন্য jm.lams.gov.bd/manual/video এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করুন।

চলমান পাতা-২

Scanned with CamScanner

৯। বিজ্ঞপ্তিতে অর্ন্তভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের উদ্ধৃত ইজারা মূল্যের ২০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শার্শা, যশোর বরাবর জামানত হিসাবে আবেদনকারী তার আবেদনের সহিত দাখিল করবেন এবং বিগত ০২ (দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। উল্লেখ্য নতুন নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবেনা। জামানতের টাকা ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।

১০। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির বৈধতা সম্পর্কে উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার নিকট হতে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহপূর্বক দাখিল করতে হবে।

১১। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত ইজারা দরপত্র দাতাকে সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ ইজারার অর্থ নির্ধারিত কোডে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখে সমুদয় অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে আবেদনপত্র বাতিল ও জমানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। কোন অবস্থাতেই ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবেনা।

১২। ইজারা গ্রহীতাকে ইজারা মূল্য পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় ইজারাদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৩। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের ইজারা চুক্তি সম্পাদন করতে হবে এবং কেবল ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পরেই সংশ্লিষ্ট জলমহালের দখল নির্বাচিত ইজারাগ্রহীতাকে বুঝিয়ে দেয়া হবে।

১৪। ১ম বছরের নির্ধারিত ইজারা মূল্যই পরবর্তী ২য় ও ৩য় বছর আদায় করা হবে।

১৫। ইজারাদার কোন অবস্থাতেই মহাল বা মহালের কোন অংশবিশেষ সাব-লীজ প্রদান করতে পারবেনা এবং জলমহাল যেখানে যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থায় আবেদন ফরমে উল্লেখপূর্বক ইজারা গ্রহণ করতে পারবে। আবেদন ফরম দাখিলের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট জলমহাল সম্পর্কে সরেজমিন প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে দেখে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। পরে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবেনা, কিংবা জলমহালের বর্তমান আয়তন এবং দখল নামায় উল্লিখিত আয়তনের মধ্যে হেরফের হলেও কোন আপত্তি উত্থাপন করা যাবেনা।

১৬। কোন ঘষামাজা বা কাটাকাটি বা ত্রুটিপূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হবেনা।

১৭। জলমহালের ইজারা বাংলা সনের যেকোন সময় হলেও তার মেয়াদ ঐ সনের ০১ (এক) বৈশাখ হতে কার্যকর হবে এবং ৩০ (ত্রিশ) চৈত্র পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, পরবর্তী ০১ (এক) বৈশাখ থেকে নতুন বছরের কার্যক্রম শুরু হবে। ইজারাদার পূর্বের সময়ের খাস আদায়ের অর্থ দাবী করতে পারবেননা।

১৮। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন কে ০২ (দুই) টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হবেনা।

১৯। যদি ইজারাগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থাৎ বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই বৎসরের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন তবে তার অন্য কোন অজুহাত বিবেচনা করা হবেনা এবং তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং কর্তৃপক্ষ নতুন করে সংশ্লিষ্ট জলমহাল ইজারা প্রদান করতে পারবে।

২০। ইজারাদার সমিতিকে সরকারের সর্বশেষ নির্দেশনা মোতাবেক উদ্ধৃত দরের উপর ১৫% হারে ভ্যাট এবং ১০% হারে আয়কর প্রদান করতে হবে।

২১। জলমহালের ইজারা গ্রহীতা কোন অবস্থাতেই "মা" মাছ শিকার করতে পারবে না, এর ব্যত্যয় ঘটলে পুরো ইজারা বাতিল করা হবে।

২২। ইজারাকৃত জলমহালটি কোন অবস্থাতেই সাবলিজ দেওয়া যাবেনা, কোন সাবলিজ দেওয়া হলে জলমহালের ইজারা বাতিল করা হবে এবং জমানতসহ জমাকৃত ইজারামূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

২৩। মামলাভূক্ত জলমহালগুলো যে পর্যায়ে নিষেধাজ্ঞা/স্থিতিবস্থার আদেশ প্রত্যাহার বা মামলা নিষ্পত্তি হবে সে পর্যায়ে ইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২৪। ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবেনা এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার অথবা সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন প্রকার সময় মঞ্জুর করা হবেনা।

২৫। কর্তৃপক্ষ যে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ ও বাতিলের ক্ষমতা এবং বাস্তবতার আলোকে প্রয়োজনে বিদ্যমান জলমহালের তফসিল হ্রাস/বৃদ্ধির ক্ষমতা সংরক্ষন করেন। এ ক্ষেত্রে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারা/অনুচ্ছেদসমূহ প্রযোজ্য হবে এবং বর্ণিত শর্তাবলী ছাড়াও উক্ত নীতির যে সকল ধারা/অনুচ্ছেদ যেখানে বা যথার্থ বলে বিবেচিত হবে তা প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক জারিকৃত সর্বশেষ আইন, বিধি (যদি থাকে) তা প্রযোজ্য হবে।

(নয়ন কুমার রাজবংশী)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শার্শা, যশোর।
ই-মেইল-unosharsha@mopa.gov.bd

Scanned with CamScanner

স্মারক নং-৩১.৪৪.৪১৯০.০০৪.০০.০০১.২২- ২৫ (২৫)

তারিখ: ০২ মাঘ ১৪৩০ / ১৬ জানুয়ারি ২০২৪

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

:১। মাননীয় সংসদ সদস্য-৮৫, যশোর-১, শার্শা, যশোর।

২। জেলা প্রশাসক, যশোর।

৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শার্শা, যশোর।

৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শার্শা, যশোর।

অনুলিপি কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

৫। উপজেলা সিনিয়র মৎস্য/উপজেলা সমবায়/কৃষি/সমাজসেবা/যুব উন্নয়ন/মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, শাশা, যশোর। তাকে বিষয়টি ব্যাপক প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬। অফিসার ইন-চার্জ, শার্শা থানা /বেনাপোল পোর্ট থানা, শার্শা, যশোর।

৭। ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক লিঃ, শার্শা, যশোর।

৮। সহকারী প্রোগ্রামার। বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের জন্য উপজেলা ওয়েব পোর্টাল এ আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৯। চেয়ারম্যান, ডিহি, লক্ষণপুর, বাহাদুরপুর, বেনাপোল, পুটখালি, গোগা, কায়বা, উলাশী, বাগআঁচড়া, শার্শা ও নিজামপুর ইউপি, শার্শা, যশোর। বিজ্ঞপ্তিটি জারীপূর্বক একটি প্রতিবেদন নিদির্ষ্ট সময়ের পূর্বে অত্রাফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১০। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা----------ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শার্শা, যশোর। তাকে বিজ্ঞপ্তিটি স্থানীয় বাজারের গুরুত্বপূর্ণস্থানে ঢোল সহরতের মাধ্যমে প্রচার করে তার একটি প্রতিবেদন নিদির্ষ্ট সময়ের পূর্বে অত্রাফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য যে, উক্ত ইউনিয়নের জলমহালগুলো যদি বাংলা ৩০ চৈত্র ১৪৩০ তারিখের মধ্যে ইজারা প্রদান করা সম্ভব না হয় তবে বাংলা ১লা বৈশাখ, ১৪৩১ তারিখ হতে জলমহালগুলো দখল বুঝে নিয়ে বিধি মোতাবেক খাস আদায় অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১১। সম্পাদক, দৈনিক----------, "জলমহাল ইজারা বিজ্ঞপ্তি" আপনার পত্রিকায় ০১ (এক) দিনের জন্য ভিতরের পৃষ্ঠায় ৪ কলামX৯ ইঞ্চি আকারে প্রকাশপূর্বক ০২ (দুই) কপি পত্রিকাসহ বিল প্রেরণ করার জন্য তাকে অনুরোধ করা হলো।

১৬.০১.২৪

(ফারজানা ইসলাম)
সহাকারী কমিশনার (ভূমি)
শার্শা, যশোর।
ই-মেইল-aclsndsharsha@gmail.com

Scanned with CamScanner